4th Sem

26.1 লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩-২৮ খ্রিঃ) : প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (Lord Amherst (1823-28 AD : 1st Anglo-Burmese War)

ব্রিটিশ শক্তি যখন ভারতের অভ্যন্তরে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তার আধিপত্য স্থাপনে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় ভারতের পূর্ব সীমান্ত ছিল অরক্ষিত। পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত আসাম, মণিপুর, কাছাড়, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, আরাকান অঞ্চলে তখনও পর্যন্ত ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপিত না হওয়ার ফলে এই অঞ্চলগুলির উপর ব্রহ্মরাজ আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মরাজ আলমপোয়া দক্ষিণ ব্রহ্ম ও ইরাবতী উপত্যকা জয় করে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। আলমপোয়ার পর বোডাপোয়া ও তারপরে পাগিডোয়া ভারতের পূর্ব সীমান্তে রাজ্যবিস্তার করেন। ক্রমে মণিপুর, টেনাসেরিম, আরাকান, প্রভৃতি অঞ্চল ব্রহ্মরাজরা অধিকার করেন। ব্রিটিশ সরকার

পূর্বাঞ্চলে ব্রহ্মরাজের অনুপ্রবেশ রদ করার জন্য ক্যাপ্টেন সিমেস, ক্যাপ্টেন কক্স প্রমুখ তিনজন দূতকে ব্রহ্মরাজের দরবারে প্রেরণ করেন। কিন্তু এতে কোনো ফল হয়নি। ব্রহ্মরাজ ইংরেজ দূতদের সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার না করায় ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করেন যে, ক্ষমতা প্রমত্ত ব্রহ্মরাজকে প্রতিহত করার জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

লর্ড হেস্টিংস (লর্ড ময়রা)-এর শাসনকালে ব্রহ্মরাজ ব্রিটিশের কাছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ও কাশিম বাজার তাঁর প্রাপ্য অঞ্চল হিসেবে ছেড়ে দেবার দাবি করেন। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ সরকার ব্রহ্মরাজের এই দাবিকে মানতে অস্বীকার করলে ব্রহ্মরাজের রণকুশলী সেনাপতি মহাবান্দুলা আসাম (১৮২৩ খ্রিঃ) এবং শাহীপুরী দ্বীপ (১৮২৩ খ্রিঃ) অধিকার করেন। অতঃপর সেনাপতি মহাবান্দুলা বাংলাদেশ আক্রমণের কথা ঘোষণা করেন।

লর্ড হেস্টিংস-এর পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট বাধ্য হয়ে ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতের পূর্বসীমায় অবস্থিত ব্রহ্মদেশের বনজ সম্পদ অধিকার করার ইচ্ছা ব্রিটিশ শক্তির অনেক দিন থেকেই ছিল। ব্রহ্মরাজ বাগিদা আসামের কাছাড় জেলা অধিকার করার চেষ্টা করলে ইংরেজ শক্তির সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ ১৮২৪-২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী দুদিক থেকে ব্রহ্ম সরকারের সেনাদলকে আক্রমণ করে। স্থলপথে ব্রিটিশ সেনা ব্রহ্ম সেনাপতি মহাবান্দুলাকে আসাম থেকে বিতাড়িত করলেও চট্টগ্রাম সীমান্তে রামুর যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্য পরাজিত হয়। ব্রিটিশ সেনাপতি ক্যাম্পবেল সমুদ্রপথে রেঙ্গুন জয় করেন। রেঙ্গুন উদ্ধারের জন্য মহাবান্দুলা প্রেরিত হয়। কিন্তু যুদ্ধে মহাবান্দুলা নিহত হলে ব্রহ্ম সেনা দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সেনাপতি ক্যাম্পবেল প্রোম অধিকার করে ইয়ান্দাবুর দিকে এগোলে ব্রহ্মরাজ ইয়ান্দাবুর সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন (১৮২৬ খ্রিঃ)। এই সন্ধির মধ্য দিয়ে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের অবসান ঘটে।

ইয়ান্দাবুর সন্ধির শর্তানুযায়ী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্রহ্মরাজ পাগিডোয়া কোম্পানিকে এক কোটি টাকা দিতে স্বীকৃত হন। আরাকান ও টেনাসেরিম ইংরেজদের হস্তগত হয়। এছাড়া আসাম, মণিপুর, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি ইংরেজ কোম্পানি লাভ করে। ব্রহ্মের রাজধানীতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখতে ব্রহ্মরাজ স্বীকৃত হন। এছাড়া ইংরেজ কোম্পানি ব্রহ্মে বিভিন্ন প্রকার বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে। প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ অঞ্চল, ইরাবতী মোহনা, ব্রহ্মের বনজ সম্পদ ও সমুদ্র উপকূল ইংরেজ কোম্পানি অধিকার করে এবং বঙ্গোপসাগর ইংরেজ হ্রদে পরিণত হয়।

26.2 লর্ড এলেনবরা : সিন্ধু বিজয় (১৮৪৩ খ্রিঃ) (Lord Elenbaraugh : Conquered of Sindh)

● **সিন্ধুদেশের সঙ্গে ইংরেজদের রাজনৈতিক সম্পর্ক :** অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে হায়দ্রাবাদ, খইরপুর এবং মীরপুরের তালপুর আমিররা সিন্ধুদেশের শাসক ছিলেন। সিন্ধুদেশের শাসকদের উপর আফগানিস্তানের প্রভাব ছিল খুবই সামান্য। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মিন্টোর সময়ে সিন্ধুদেশের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। লর্ড মিন্টো রাষ্ট্রদূত পাঠিয়ে সিন্ধুদেশের আমিরদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করেন। এই মৈত্রী চুক্তির মূল কথা ছিল ইংরেজদের সঙ্গে স্থায়ী মৈত্রী স্থাপন এবং সিন্ধুদেশ থেকে ফরাসিদের বিতাড়িত করা। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার বার্নেস নিম্ন সিন্ধু অঞ্চলের রাজনৈতিক বাণিজ্যিক গুরুত্বের কথা ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে জানান। রণজিৎ সিং-এর সিন্ধুদেশের উপর আধিপত্য স্থাপনে প্রবল ইচ্ছা ছিল। রণজিৎ সিং যাতে সিন্ধুদেশের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে না পারেন সেজন্য ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়ে কোনো প্রকার সামরিক অভিযান প্রেরণ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড অকল্যান্ড অন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে হায়দ্রাবাদে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। এর ফলে সিন্ধুদেশের উপর ব্রিটিশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়, কিন্তু প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের সময় লর্ড অকল্যান্ড ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে সন্ধি ভঙ্গ করে সিন্ধুর ভিতর দিয়ে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। শুধু তাই নয়, এই যুগের সময় তিনি সিন্ধুর আমিরদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড অকল্যান্ড সিন্ধুদেশের আমিরদের সঙ্গে এক চুক্তি করেন। এই চুক্তির ফলে সিন্ধুদেশের উপর ব্রিটিশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সিন্ধুদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ সেনাদের ব্যয়ভার বহনের জন্য বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা সিন্ধু আমিরদের দিতে বাধ্য করেন।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরূপ আচরণ সত্ত্বেও সিন্ধু ও সিন্ধুদেশের আমিররা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করেনি। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড এলেনবরা ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। ভারতে এসেই লর্ড এলেনবরা অভিযোগ করেন যে, সিন্ধুর আমিররা ব্রিটিশের প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার করছেন না। লর্ড এলেনবরার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, যে-কোনো উপায়ে সিন্ধুর আমিরদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে সিন্ধুদেশ অধিকার করা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য স্যার চার্লস নেপিয়ারকে সমস্ত রকমের সামরিক ও বে-সামরিক ক্ষমতা প্রদান করে সিন্ধুদেশে প্রেরণ করা হয়। নেপিয়ার সিন্ধুর আমিরদের এক নতুন সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই সন্ধির শর্তানুসারে আমিররা নিজ নিজ এলাকার বৃহৎ অংশ ব্রিটিশের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। অতঃপর নেপিয়ার ইমামগড় দুর্গ ধ্বংস করে আমিরদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে বেলুচিদের সংঘর্ষে লিপ্ত করার জন্য তাদের উত্তাক্ত করতে থাকেন। নেপিয়ারের উদ্দেশ্য ছিল বেলুচিরা ব্রিটিশ রেসিডেন্ট আক্রমণ করলে নেপিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। মিয়ানী ও দাবোর যুদ্ধে পরাজিত আমিররা আত্মসমর্পণ করলে সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

26.3 লর্ড হার্ডিঞ্জ—প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৪-৪৬ খ্রিঃ) (Lord Hardinge-1st Anglo-Sikh War (1844-46AD)

● **যুদ্ধের কারণ :** লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর শাসনকালে (১৮৪৪-৪৮ খ্রিঃ) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ। মহারাজা রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর মাত্র ছয় বছরের মধ্যে শিখ রাজ্যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। শিখ খালসা বাহিনী রাষ্ট্রশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে খালসা বাহিনীকে দমনের উদ্দেশ্যে শিখ নেতৃবর্গ খালসা বাহিনীকে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত করেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষও গণ্ডগোলের আশঙ্কায় সীমান্তবর্তী দুর্গগুলিতে সেনা সমাবেশ করতে থাকে। ইংরেজরা শতদ্রু নদীর উপকূলে সৈন্য শিবির স্থাপন করলে খালসা বাহিনীর মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। লাহোরের শিখ নেতারা এবং রানিমাতা ঝিন্দন খালসা বাহিনীর অস্থিরতা লক্ষ করে তাদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করতে থাকেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে খালসা বাহিনী শতদ্রু অতিক্রম করে ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করলে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ শুরু হয় (১৮৫৪ খ্রিঃ)। মুদকীর যুদ্ধক্ষেত্রে স্যার হিউগাফের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে খালসা সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হয়। বিপুল যুদ্ধ করা সত্ত্বেও খালসা সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়।

খালসা বাহিনীর পরাজয় : মুদকীর যুদ্ধের কয়েকদিন পরে ফিরোজশা-তে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী খালসা বাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করে। শিখনেতা লাল সিং ও তেজ সিং বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধচলাকালীন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলে খালসা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে **থালিওয়ানের** যুদ্ধে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও খালসা বাহিনী পরাজিত হয়। অতঃপর ইংরেজ বাহিনী শতদ্রু অতিক্রম করে লাহোর অধিকার করে শিখদের লাহোর সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী—**(ক)** জলন্ধর-দোয়াব ইংরেজদের ছেড়ে দিতে হয়। **(খ)** যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ দেড় মিলিয়ন পাউন্ড ইংরেজদের প্রদান করতে হয়। লাহোর সরকার ক্ষতিপূরণে অসমর্থ হলে লাহোর দরবারের অন্যতম অমাত্য গুলাব সিং-এর কাছে এক মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে কাশ্মীর বিক্রি করা হয়। **(গ)** লাহোরে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয় এবং শিখ সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করা হয়। **(ঘ)** লাল সিং দলীপ সিং-এর অভিভাবক নিযুক্ত হন। প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে খালসা বাহিনীর পরাজয়ের ফলে পাঞ্জাবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

লর্ড ডালহৌসী:দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯ খ্রিঃ), দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮৫২ খ্রিঃ) (Lord Dulhousie-2nd Anglo-Sikh War (1848-49 AD), 2nd Anglo-Burmese War (1852 AD)

● **দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের কারণ :** স্বাধীনতা প্রিয় শিখদের পক্ষে অপমানজনক **লাহোর** সন্ধি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া লাহোরে নিযুক্ত ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কর্তৃত্ব শিখদের কাছে ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। বিশ্বাসঘাতক শিখ নেতারা যে তাদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ একথা তারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেনি। সুতরাং, নতুন করে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য শিখরা উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্যার হেনরি লরেন্স প্রভাবশালী খালসা বাহিনীর নেতা লাল সিংকে রাজ দরবারে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং রানিমাতা ঝিন্দনকে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে চুনার দুর্গে নির্বাসিত করা হয়। এর ফলে শিখদের মধ্যে বিক্ষোভ চরমে ওঠে। ইতিপূর্বে মূলতানের শিখ শাসক দেওয়ান শাওনমলের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র মূলরাজ মলকে পিতার পদে নিয়োগ করার বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। মূলরাজ এই দাবি পূরণ করতে না পেরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। এছাড়া হাজরার শিখ গভর্নর-এর ছত্তর সিং-এর প্রতি দুর্ব্যবহারও শিখদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার করে ছিল। এদিকে পেশোয়ার ফিরে পাবার আশায় আফগানরাও শিখদের পক্ষে যোগদান করেছিল। এইভাবে সমগ্র পাঞ্জাব জুড়ে বিক্ষোভ দেখা দিলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখযুদ্ধ শুরু হয় (১৮৪৮-৪৯ খ্রিঃ)। দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের জন্য লর্ড ডালহৌসী সহ অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীরা শিখ সর্দারদের ইংরেজ বিরোধী ষড়যন্ত্রকে দায়ী করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা কোম্পানির আগ্রাসী নীতিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের প্রকৃত কারণ বলে বর্ণনা করেছেন।

শিখশক্তির পরাজয় : দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ শুরু হলে ইংরেজ সেনাপতি এডওয়ার্ডস দুটি যুদ্ধে বিদ্রোহী শিখদের পরাজিত করে মূলরাজকে মূলতানের দুর্গে অবরোধ করেন। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড গাফ রামনগরের কাছে শের সিংহকে আক্রমণ করলে শের সিং কোনোক্রমে পলায়ন করতে সক্ষম হন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড গাফের নেতৃত্বে চিলিয়ানওয়ালায় ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে শিখ সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে শিখেরা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করলেও মূলতান ও গুজরাটের যুদ্ধে শিখবাহিনীর পরাজয় ঘটে। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে গভর্নর জেনারেল ডালহৌসীকে ঘোষণার দ্বারা পাঞ্জাবকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। রাজা দলীপ সিংকে বার্ষিক ৫০ হাজার পাউন্ড বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। খালসা বাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়। স্যার হেনরি লরেন্সকে পাঞ্জাবের চিফ কমিশনার নিযুক্ত করে তাঁর হাতে পাঞ্জাবের শাসনভার অর্পণ করা হয়।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে রণজিৎ সিং-এর নেতৃত্বে যে শিখ শক্তির উত্থান হয়েছিল, রণজিৎ-এর মৃত্যুর মাত্র দশ বছরের

মধ্যে সেই শিখ শক্তির সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। ঐতিহাসিক ক্যানিংহামের মতে, শিখ শক্তির পতন হয়েছিল আত্মকলহ, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি কারণে। রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর সিংহাসনকে কেন্দ্র করে তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিরোধ শিখ শক্তির ঐক্যকে বিনষ্ট করেছিল। এছাড়া সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব, খালসা বাহিনীর অত্যাচার, শিখ সর্দারদের ক্ষমতা লাভের জন্য চক্রান্ত, আধুনিক ও উন্নতমানের রণকৌশল ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে শিখশক্তির পতন ঘটেছিল।

লর্ড ডালহৌসী : দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮৫২ খ্রিঃ) :

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ : প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের পর স্বাক্ষরিত ইয়ান্দাবুর সন্ধির শর্তানুযায়ী ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ক্রাউফোর্ড ব্রহ্মদেশে ইংরেজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ক্রাউফোর্ড ব্রহ্ম সরকারের সঙ্গে এক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। ব্রহ্মরাজ্যের অসম্মতির জন্য ক্রাউফোর্ডের পর তিন বছর অন্য কোনো রেসিডেন্ট ব্রহ্মদেশে প্রেরিত হয়নি। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে মেজর হেনরী বার্নেটকে কতগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মরাজ থারাবাতি (Tharrawddy) ইয়ান্দাবুর সন্ধির শর্ত মানতে অস্বীকার করলে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে সেখানে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের সূচনা হয়। ব্রহ্ম সরকার ব্রিটিশ বণিকদের উপর অত্যাচার করলে ডালহৌসী এর প্রতিবাদ জানান এবং কমোডোর লম্বার্টকে একটি রণতরি সহ ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেন। ব্রহ্মরাজ যুদ্ধের পক্ষপাতি ছিলেন না, তিনি লম্বার্টকে সন্তুষ্ট করার জন্য রেঙ্গুনের গভর্নরকে পদচ্যুত করেন। লম্বার্ট ব্রহ্মরাজের আচরণে সন্তুষ্ট না হয়ে ব্রহ্মরাজের একটি রণতরি দখল করেন। লম্বার্টের আক্রমণাত্মক আচরণের ফলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ অধিকার : ইংরেজ সৈন্যবাহিনী মার্তামান ও বেসিন দখল করে এবং গোলাবর্ষণ করে রেঙ্গুনের বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির সোয়েডাগন প্যাগোডা ধ্বংস করে (১৮৫২ খ্রিঃ) এবং জেনারেল গড্‌উইন প্রোম ও অন্যান্য শহর দখল করে। ডালহৌসী পেগু অধিকার করে ব্রহ্মদেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ বলে ঘোষণা করেন। ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার ফলে সমুদ্রপথে সংযোগ রক্ষার জন্য ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। থারাবাড়ির পর নতুন ব্রহ্মরাজ মিগুন-ও ইংরেজদের সঙ্গে কোনো সন্ধি সম্পাদন করতে রাজি হননি। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মরাজ পেগু প্রত্যার্পণের জন্য দাবি জানালে ডালহৌসী তা প্রত্যাখ্যান করেন। মেজর ফেয়ার ব্রহ্ম, আরাকান অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে জয়লাভ করে কোম্পানি ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ অংশ অধিকার করেছিল।

26.4 লর্ড ডালহৌসী : স্বত্ববিলোপ নীতি (Lord Dalhousie : The Doctrine of Lapse) :

স্বত্ববিলোপ নীতির অর্থ : লর্ড ডালহৌসী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী শাসক। স্যার রিচার্ড টেম্পলের মতে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মধ্যে ডালহৌসীর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। রাজ্যজয় করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করাই ছিল তাঁর সাম্রাজ্যবাদ নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য। রাজ্যজয়ের জন্য ডালহৌসী তিনটি নীতি অবলম্বন করেছিলেন—(১) সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্যজয়, (২) স্বত্ব-বিলোপ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে পররাজ্য গ্রাস, (৩) কুশাসনের অজুহাতে দেশীয় রাজ্য অধিকার। সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে ডালহৌসি শিখরাজ্য এবং ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাংশ অধিকার করেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর অভিনব অস্ত্র ছিল স্বত্ববিলোপ নীতি। 'স্বত্ববিলোপ নীতির' মূল কথা ছিল এই যে, কোম্পানির আশ্রিত বা সৃষ্ট কোনো রাজ্যের শাসকের সন্তান না থাকলে শাসকের মৃত্যুর পর সেই রাজ্য কোম্পানির সাম্রাজ্যভুক্ত হবে। কোন শাসক দত্তক পুত্র গ্রহণ করলেও দত্তক পুত্রের অধিকার স্বীকৃত হবে না। তবে এই নীতি কোম্পানির আশ্রিত মিত্র রাজ্যের প্রতি প্রয়োগ করা হবে না বলে ডালহৌসী ঘোষণা করেন।

স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে ডালহৌসী ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে সাতার রাজ্য অধিকার করেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে পেশোয়া পদের বিলুপ্তি ঘটলে সাতারায় শিবাজির এক বংশধরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সাতারার রাজা কোম্পানির বিনা অনুমতিতে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে সাতারা রাজের মৃত্যু হলে তাঁর দত্তক পুত্রের অধিকারকে অগ্রাহ্য করে সাতারা রাজ্যকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়।

নাগপুর, মালপুর, ঝাঁন্সি রাজ্য গ্রহণ : নাগপুরের রাজা অপুত্রক ও দত্তক পুত্রবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে নাগপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় (১৮৫৩ খ্রিঃ)। রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক বিবেচনা করেই নাগপুরকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়েছিল। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ঝাঁন্সির রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে ঝাঁন্সি ব্রিটিশের সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে রাজ্য অধিকার করা ছাড়াও এই নীতি প্রয়োগ করে কোনো কোনো রাজ্যের উত্তরাধিকারী বৃত্তিপদ মর্যাদা বন্ধ করে দেওয়া হয়, যেমন—১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে কর্ণাটকের নবাবের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী বৃত্তি গ্রহণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৫৩-তে তাঞ্জোরের রাজার মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীকে 'রাজা' উপাধি থেকে বঞ্চিত করা হয়। ওই একই বছর কোম্পানির বৃত্তিভোগী পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও- এর মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারী নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অযোধ্যা ও বেরার প্রদেশ গ্রহণ : লর্ড ডালহৌসি কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা রাজ্যটিকে কোম্পানির সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, লর্ড ওয়েলেসলি প্রবর্তিত 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতি গ্রহণ করার ফলে অযোধ্যার নবাব ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছিলেন। ক্ষমতাবিহীন দায়িত্বের অধিকারী নবাবের পক্ষে রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। ফলে অযোধ্যার নবাবরা শাসনকার্যের প্রতি উদাসীন ছিলেন। ডালহৌসী ডাইরেক্টরী সভার নির্দেশে অযোধ্যা রাজ্যটি কোম্পানির সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হন। হায়দ্রাবাদের নিজাম 'অধীনতামূলক মিত্রতা' অনুযায়ী নিজ রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখতে বাধ্য হন। এই সৈন্যবাহিনীর খরচ বাবদ প্রতিশ্রুত অর্থ নিয়মিত প্রদান করতে অসমর্থ হলে তাঁর কাছ থেকে বেরার প্রদেশটি আদায় করে কোম্পানির সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়।

স্বত্ববিলোপ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া : লর্ড ডালহৌসি প্রবর্তিত স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ দেশীয় রাজন্যবর্গের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। দত্তকপুত্র গ্রহণের অধিকার থেকে দেশীয় রাজন্যবর্গকে বঞ্চিত করে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের তা অন্যতম কারণ ছিল। মহাবিদ্রোহের দুই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ঝাঁসির রানি ও নানাসাহেব স্বত্ববিলোপ নীতির প্রতিবাদেই বিদ্রোহ করেছিলেন। লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ যে ভারতে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।